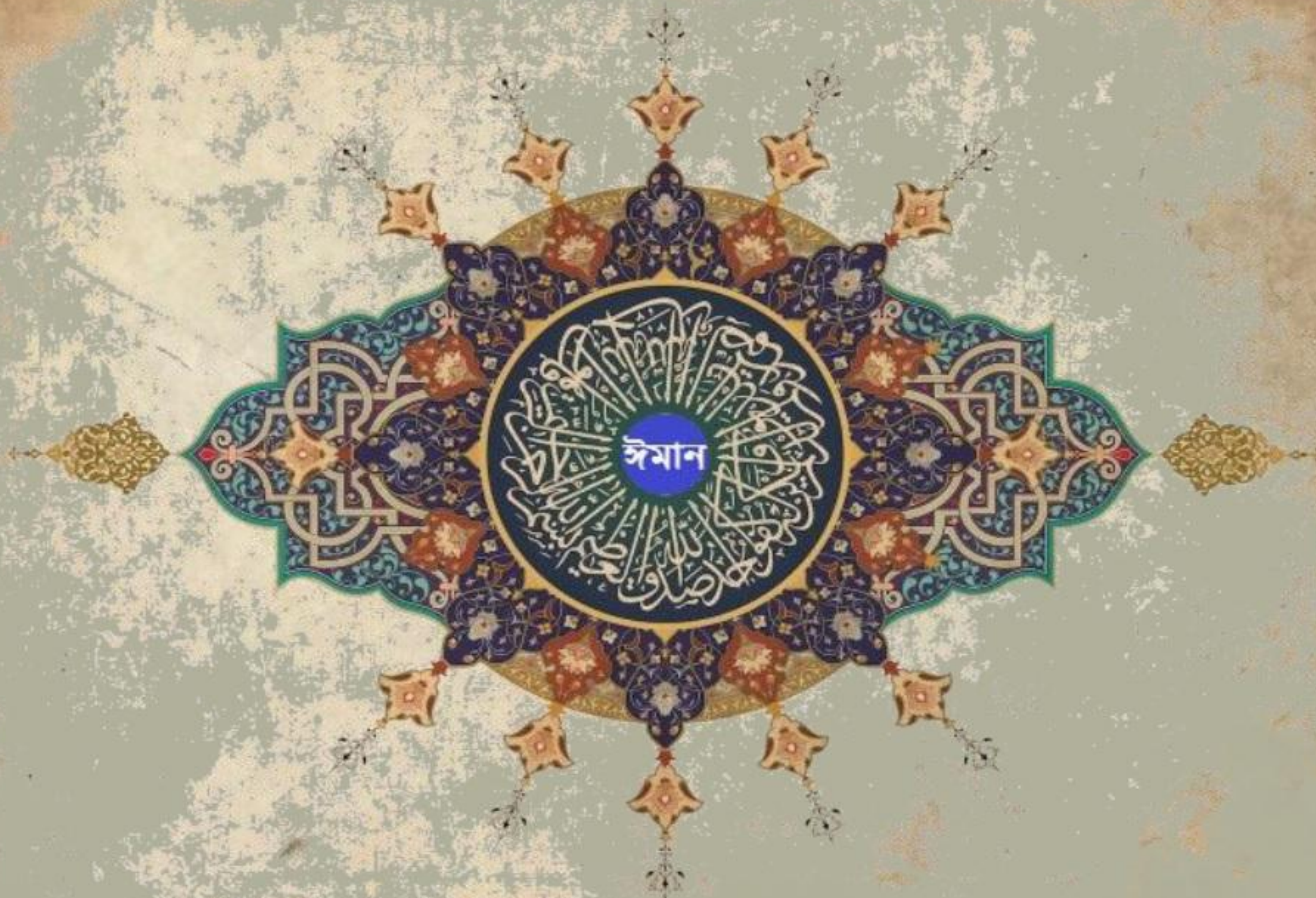


ঈমান ও আকীদাহ

আকিদাহ

আকিদাহ শব্দটি একটি আরবি শব্দ। 'আক্দুন' মূলধাতু থেকে গৃহীত বা উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি। আরবী ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এই শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আইন, ক্বাফ ও দাল- ধাতুটির মূল অর্থ একটিই। আর তা হলো- দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত। [ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)] আকিদাহ শব্দটি আক্দুন মূলধাতু থেকে গৃহীত। যার অর্থ হচ্ছে, সূদৃঢ়করণ, মজবুত করে বাঁধা। [বায়ানু আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, ১/৪]

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামি আকিদাহ হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেস দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং আল-কুরআনুল হাকিম ও সহিহ হাদিসে উল্লেখিত দীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম আকিদাহ। [রিসালাতুম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ফিল আকিদা, ৭/২]

ঈমান ও আকিদাহর মধ্যে পার্থক্য: ঈমান সমগ্র দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকিদাহ দীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আকিদাহর তুলনায় ঈমান আরও ব্যাপক পরিভাষা। আকিদাহ হলো কিছু ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়।

ঈমান

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন (রা), আমরা নবী (ﷺ) এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে ওর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত। [ইবনে মাজাহঃ ৬১ (ইফা)]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন (রা), আমাদের সময়ে আমরা কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আগে প্রথমে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতাম এবং যখন সূরাগুলো নাযিল হত তখন আমরা শিখে নিতাম সেখানে কি বৈধ আর কি অবৈধ, কি করা নিষিদ্ধ আর কি করতে সূরাগুলো নির্দেশ করছে আর সেগুলোর প্রতি আমাদের করণীয় কি তাও আমরা শিখে নিতাম। কিন্তু আমি অনেককেই দেখছি যাদেরকে ঈমান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার আগেই কুরআন দেওয়া হচ্ছে আর সে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে অথচ সে জানে না এর আদেশগুলো কি কি (কুরআনের), নিষেধ গুলো কি কি এবং সে সম্পর্কে করণীয়গুলোই বা কি কি। সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে খেজুরগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে অর্থাৎ সে তার কুরআন পড়া থেকে কোন উপকার পাচ্ছেনা।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন; ঈমানের শাব্দিক অর্থ হল বিশ্বাস করা। [ফাতহুল বারী, খ: ১, পৃ: ৬০] ইসলামী পরিভাষায় ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া এবং সে মোতাবেক কাজে বাস্তবায়ন করা, যা সৎ আমলের দ্বারা বাড়ে এবং পাপ কাজের দ্বারা কমে।

ঈমান হল মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাসঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখেই সেকথা বলে। বস্তুত আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা গোপন করে থাকে"। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৭] "তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই"। [সূরা আল ফাতহঃ ১১]

ঈমান হল আমলের নামঃ রাসুল (ﷺ) বলেন, "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। যেই ব্যক্তি তা করবে তার জান ও মাল আমার থেকে সুরক্ষিত, শুধু তা ছাড়া যার ওপর আল্লাহর হক্ক আছে, এবং তার হিসাব আল্লাহর কাছে।" [সহীহ বুখারীঃ ২৪ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৩৫ (ইফা)] রাসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি (ﷺ) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনা। [সহীহ বুখারীঃ ২৫ (ইফা)]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূল (ﷺ) ইন্তেকাল করলেন, আবু বকর (রাদিঃ) খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করলেন, এ সময় আরবের অনেক ব্যক্তি কুফরী করলো। তখন উমর (রা) বললেন, হে আবু বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল করবেন? অথচ রসূল (ﷺ) বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও জানকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে তবে তার হক্কের কারণে আর তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যস্ত। আবু বকর (রা) বললেন: আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো মালের হক্ক। আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা তারা রসূল (ﷺ)কে প্রদান করতো তাহলে এই বিরত থাকার কারণে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে যে,আল্লাহ তা'আলা কিতালের ব্যাপারে আবু বকর (রা) এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এটাই হক্ক। [সহীহ বুখারীঃ ৬৪৫৬ (ইফা)]

ঈমান বাড়ে ও কমেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিনতো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয় আর যখন তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়"। [আনফালঃ ২] "আমি কাফিরদের পরীক্ষার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি, যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। [সূরা মুদাসসিরঃ ৩১] সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছে ঈমানের বাড়া ও কমা।

আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন; "বিনা কাজে শুধু কথা ফায়দা দেয় না এবং বিনা কথায় কাজও হয় না। আর বলা ও করা বিনা নিয়তে বা মন থেকে হয় না। আর নিয়তও রাসূল (ﷺ) এর তরীকা তথা সুন্নাত মোতাবেক না হলে তা সঠিক হয় না"। [আশ-শরীয়াহ, ১৩১ পৃষ্ঠা] এজন্য নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত এবং তার সাহাবীদের একটি দল

থেকে বর্ণিত আর অধিকাংশ তাবিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, ঈমান হচ্ছে; অন্তরে সত্য জানা, জিহবা দ্বারা বলা, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা কাজে পরিণত করা। আর যারা এ কথা বলে না তারা ওদের মতে কুফরী করে। [আশ শরীয়াহঃ ১৩০ পৃষ্ঠা]

আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম হতে ইবনে আব্দিল বার (রহ) বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে জুরাইজ, সুফইয়ান আছ্ ছাউরী, মুয়াম্মার ইবনে রশিদ, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাসকে (রহ) বলতে শুনেছি, তারা বলেন; “ঈমান হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া ও আমল করা, এটা বাড়ে ও কমে। [আল ইনতিকাঃ ৩৪ পৃষ্ঠা, ফতহুল বারীঃ খ:১, পৃ: ৬১] রবী হতে ইবনে আব্দিল বার (রহ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি শাফেঈ (রহ) কে বলতে শুনেছি; ঈমান হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া, আমল করা ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। [আল ইনতিকাঃ ৯১ পৃষ্ঠা] রবী ইবনে সুলাইমান হতে বায়হাকী বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি শাফেঈ (রহ) কে বলতে শুনেছি, এটা (ঈমান) বাড়ে ও কমে। [মানাকিবুশ শাফেঈঃ ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) হতে ইবনুল জাওজী বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন; ঈমান বাড়ে ও কমে। [মানাকিবুল ইমাম আহমাদঃ ১৫৩, ১৬৮, ১৭৩ পৃষ্ঠা] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) বলেন; আমরা বলি, ঈমান হচ্ছে – মৌখিক স্বীকৃতি ও আমল করা, এটা বৃদ্ধি পায় ও কমে। যখন কোন ব্যক্তি যিনা করে ও মদ পান করে, তখন তার ঈমান কমে যায়। [আস সুন্নাহঃ ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা]

ইমাম ইবনু আবিল ইয আল হানাফী বলেন; ইমাম মালেক, শাফি‘ঈ, আওযাঈ, ইসহাক বিন রাওয়াবেহ (রহ) এবং সকল মুহাদ্দিসগণ, মদিনাবাসীগণ, জাহিরীগণ ও অনেক তর্কশাস্ত্রবিদের মত হলো, “ঈমান হলো অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা আমলের নাম।” তবে আমাদের মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেকে ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) এর মত গ্রহণ করেছেন যে, “ঈমান হলো, আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তি।” আর কারো কারো মত হলো, “মৌখিক স্বীকারোক্তি একটি অতিরিক্ত রুকন। মৌলিক নয়।” ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও আহলুস-সুন্নাহর অন্যান্য ইমামদের মাঝে যে মতানৈক্য, সেটি শাব্দিক মতানৈক্য, যার উপর আকীদার ভ্রষ্টতা নির্ভর করেনা। শাব্দিক মতানৈক্য এ কারণে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল হয়তো অন্তরে ঈমানের জন্য লাযেম তথা আবশ্যক হবে অথবা ঈমানের অংশ হবে। আর তারা তো এ ব্যাপারে একমত যে, কবীরা গুনাহকারী ঈমান থেকে বের হবে না। বরং সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করতে পারেন। [শরহে আকিদাতুত তাহাবী, খণ্ড-১/২১৩]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেন; “দ্বীন ও ঈমান কথা ও কাজের নাম। অন্তর ও জবানের কথাকে, অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে দ্বীন ও ঈমান বলা হয়। আর নিঃসন্দেহে ঈমান সৎ কাজ করলে বাড়ে এবং গুনাহের কাজ করলে কমে যায়।” [আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়া, পৃঃ ৬৫] অন্যত্র তিনি বলেন, “ঈমান যখন বিনা কাজে শুধু কথাতে হবে তখন তা কুফরী হবে। আর যখন তা শুধু কথা ও কাজে হবে বিনা মননে (নিয়তে) তখন তা মুনাফেকী হবে। আর যখন তা সুন্নাত মোতাবেক না হয়ে কেবল কথা ও কাজ এবং নিয়ত অনুযায়ী হবে তখন তা বিদআত ও মনগড়া হবে।[কিতাবুল ঈমান, ১৫২ পৃষ্ঠা]“ঈমান হচ্ছে জিহবা দিয়ে বলা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করা আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। [আশ শারীয়াহঃ ১৩১ পৃষ্ঠা] ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেন, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী তাবেঈনদের ইজমা তথা সর্বসম্মত রায় আছে। [আকীদাতুল মুসলিমীনঃ ২য় খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা]

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তাসতারী (রহ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ঈমান কি? তিনি বলেন, কথা ও কাজ এবং মনন ও সুন্নত। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ)' বলেন, সালাফ ও হাদীস বিশারদদের থেকে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ঈমান হচ্ছে বলা ও করা এবং মনন আর সমস্ত কাজই ঈমান নামের অন্তর্ভূক্ত। [শারহে আরবায়ীন] বাগবী (রহ) বলেছেনঃ সাহাবা, তাবিঈ ও পরবর্তী আহলুস সুন্নাহ-এর আলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আমল (অর্থাৎ কর্ম) ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা আরো বলেছেনঃ ঈমান হচ্ছে, কথা, কর্ম ও বিশ্বাস। মুহাদ্দিস ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আজুরী (রহ) বলেন, জেনে রাখ, ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি ব্যতীত শুধুমাত্র অন্তর দ্বারা পরিচয় লাভ করা ও বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয় এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের আমল ব্যতীত শুধুমাত্র অন্তর দ্বারা পরিচয় লাভ করা ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া যথেষ্ট নয়। যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রে পাওয়া যাবে তখন সে মু'মিন হবে। [আশ-শারীয়াহ]

ইমাম ত্বহাবী (রহ) বলেন, "আমরা কোনো আহলে কেবলাকে গুনাহের কারণে তাকফীর করি না।" [আকীদাতুত ত্বহাবী] মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন: আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট আহলে কেবলাকে তাকফীর না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:"তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাঝে কুফরীর কোনো নিদর্শন বা আলামত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কুফরকে আবশ্যক করে এমন কোনো বিষয় তার থেকে প্রকাশ না পায়।" [শরহে ফিকহুল আকবার-১৮৫, ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-১৬ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী] আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন, ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানাবলীকে অস্বীকারকারী কাফের হবার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যদিও সে আহলে কেবলা হয় এবং সারাজীবন ইবাদত করে কাটায়। [ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-১৭ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন] তিনি আরও বলেন, এখানে গুনাহকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাওয়ারেয ও মুতাযিলাদের (মতামতকে) প্রত্যাখ্যান করা। কেননা বাকশৈলী প্রমাণ করে (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) ঐ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা যে আহলে কেবলাকে তাকফীর করে এমন গুনাহের কারণে যা কুফর পর্যন্ত পৌঁছায় না। অন্যথায় যদি কুফরী বাক্যসমূহের কারণে কাফের না বলা হয়, তাহলে বলা হোক এগুলি কুফরী বাক্যই নয়! সুতরাং এটি একটি কুতর্ক। আর আমি ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর "কিতাবুল ঈমানে" দেখতে পেয়েছি, তিনি তাতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন: "যখন আমরা বলি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ একমত যে, গুনাহের কারণে কেউ কাফের হয় না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জেনা ও মদের ন্যায় অপরাধসমূহ।" আর এ কারণেই অনেক ইমামগণ "আমরা কাউকে গুনাহের কারণে কাফের বলি না" এ কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং এমনটি বলেছেন, "আমরা তাদেরকে সব ধরনের গুনাহের কারণে তাকফীর করি না, যেমনটি খাওয়ারেযরা করে থাকে।" [ইকফারুল মুলহিদীন: পৃষ্ঠাঃ ২৩, প্রকাশনাঃ ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

কেউ যদি মুখে বা কাজে কুফরী প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস রাখে, নিজেকে মুসলমান মনে করে, ইসলাম ত্যাগের ইচ্ছা না করে, তথাপি কি সে কাফের হয়ে যাবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয়েছে আর তার অন্তর ছিল ঈমানে পরিতৃপ্ত। কিন্তু যারা তাদের অন্তর কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।" [সূরা নাহ্ল: ১০৬] উক্ত আয়াতে কুফরের হুকুম থেকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে পৃথক করেছেন যে বাধ্য হয়ে কুফরী করে আর তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। তাই যে ব্যক্তি বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও কুফরী করবে, অথবা যে বাধ্য হয়ে কুফরী করবে, কিন্তু তার অন্তর ঈমান দ্বারা পরিতৃপ্ত থাকবে না, তাদের ব্যাপারে

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "কিন্তু যারা তাদের অন্তর কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে।" যদি শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলতেন না,"তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয়েছে আর তার অন্তর ছিল ঈমানে পরিতৃপ্ত।" কেননা তখন সে বাধ্য হোক বা না হোক, শুধুমাত্র তার অন্তরের দিকেই লক্ষ্য করা হতো। অন্তরে ঈমান থাকলে মুমিন। অন্যথায় নয়। সুতরাং, যে ব্যক্তি বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও কুফরী করবে তার অন্তরের বিশ্বাস ধর্তব্য হবে না। কেননা অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস বিদ্যমান থাকলে কেউ স্বেচ্ছায় মুখে বা কাজে কুফরী করতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর পরেই বলছেন: "তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।"

উমর ইবনু খাত্তাব থেকে বর্ণিত (রাঃ), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর যামানায় কিছু লোককে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের আমল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের বিচার করবো। কাজেই যে ব্যাক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করবো এবং কাছে টানবো তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহই তার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যাক্তি আমাদের সামনে মন্দ আমল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবো না এবং সত্যবাদী বলে গ্রহনও করবো না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর (নিয়্যাত) ভাল। [সহীহ বুখারীঃ ২৪৬৫ (ইফা)]

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন, যে ব্যক্তি কৌতুক-রসিকতা করে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করবে, সকলের ঐক্যমতে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিশ্বাস বিবেচনাযোগ্য হবে না। যেমনটি 'তাতার খানিয়া' এর মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রদ্দুল মুহতারে 'আল-বাহ্র' থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় মুখে কুফরী করে আর তার অন্তর ঈমানের উপর থাকে, সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেও সে মুমিন হবে না। ফতোয়ায় কাজী খান, হিন্দিয়া, জামি'উল ফুসুলাইনের মাঝেও এমনটি উল্লেখ আছে। [ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-৫৯/৬০ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

মুরতাদ হওয়ার জন্য পূর্ন শরীয়তকে অস্বীকার করা জরুরী নয়; বরং দ্বীনের স্বীকৃত অকাট্যা একটি বিধানকে অস্বীকার কিংবা উপহাস করলেই সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে নাস্তিক ও মুরতাদ হয়ে যাবে। [রদ্দুল মুহতার-৪/২৩২, দুরারুল হুক্কাম-১/৩০০, আল-মুগনি-৯/৩৩, মাতালিব-৬/২৯৩] কেউ নিজের বা অন্যের কুফরী মতবাদ বা কর্মের উপর সন্তুষ্ট থাকলে কিংবা অপরের কুফরী কর্মের উপর অটল থাকা কামনা করলে সে নাস্তিক ও মুরতাদ হয়ে যাবে। [আল-বাহরুর রায়িক-৫/১৩১, তাবছিরাতুল হুক্কাম-২/২৭৭, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ-২/২৫৭]

বিশিষ্ট ফকীহ কাজী শায়েখ যাদাহ্ (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করবে আর তার অন্তর ঈমানে পরিতৃপ্ত থাকবে, সে কাফের। তার অন্তরে যা আছে তা তার কোনোই কাজে আসবে না। কেননা কাফেরকে চেনা যায় তার উচ্চারিত কুফরী বাক্য দ্বারা। সুতরাং যখন সে স্বেচ্ছায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করবে সে আমাদের নিকট এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কাফের বলে গণ্য হবে। [মাজমায়ুল আনহুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৫]

রাসূল (ﷺ) বলেন, “ওহে, অবশ্যই যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তারা ৭২ দলে বিভক্ত ছিল এবং অবশ্যই আমার এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ইহাদের সকল দলই দোযখে যাবে এক দল ব্যতিত। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞেসা করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেটি কোন দল? নবী (ﷺ) বললেন, আল জামা’আহ”। [ইবনে মাজাহঃ ৩৯৯২ (ইফা), মেশকাত, ১ম খন্ড, হাঃ ১৬৩], “যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর অনুসারী হবে”। [আবু দাউদঃ ৪৫২৬ (ইফা)] “আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি, তার উপর যারা থাকবে।” [তিরমিজীঃ ২৬৪১ (ইফা), সিলসিলা সহীহাহ, ২০৩, ২০৪, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৩২]

উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকেই কালিমার দাবী করবে, রাসুল (ﷺ) এর উম্মাত দাবী করবে। কেননা, রাসুল (স) বলেছেন, আমার এই উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সুতরাং ৭২ দল জাহান্নামে যাবে আকীদাহ এর ভ্রান্তি এবং কুফর, শিরকের কারণে। এজন্যই তিনি (ﷺ) বলেন, “আমি তোমাদের নিকট দু’টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিষ দু’টি আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এই দু’টি জিনিষ হ’ল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।” [মিশকাত, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ১৭৭]

জাহান্নামী ৭২ দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলো হলঃ শিয়া, খারেজী, মুর্জিয়া, কদেরিয়া, জাহমিয়া, মুতাজিলা, মুয়াত্তিলা, জাবরিয়া, সুফি, কুবুরিয়্যাহ, বাহাই, কাদিয়ানী ইত্যাদি।

ফিরকাতুন নাযিয়াহ অর্থাৎ নাযাতপ্রাপ্ত দল "আল জামা'আহকে" "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ" ও বলা হয়। যারা রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের আর্দর্শের অনুসারী এবং সুন্নাতকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী। যেমন; তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণ। রাসূল (ﷺ) বলেন, "সর্বোত্তম প্রজন্ম হল আমার প্রজন্ম (সাহাবীগণ), তারপর পরবর্তী প্রজন্ম (তাবেঈন), তারপর এর পরবর্তী প্রজন্ম (তাবে তাবেঈন)"। [সহীহ বুখারীঃ ৩৩৮৮ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৬৩৪৯ (ইফা)] তারা সুন্নাতের অনুসরণে সুদৃঢ় ও সর্বদা সকল প্রকার বিদআত থেকে দূরে থাকে। এরাই কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত। ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হচ্ছে সর্বোত্তম উম্মত, তারা সহজ, সরল ও সঠিক পথের অনুসারী। [ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া: ৩/৩৬৮]